The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp. 227 - 242)
Published in July, 2025

রাগ-রাগিনী সৃষ্টিতে অনন্য নজরুল

ফারহানা রহমান কান্তা *

প্রতিপাদ্যসার: অসাধারণ শক্তিধর কবি ও সংগীতজ্ঞ কাজী নজরুল ইসলাম বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য গান রচনা করে তাতে মনোমুগ্ধকর সুরারূপ করেন। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, সাহিত্য ও সংগীতের প্রায় সর্বাঞ্চলে তার দৃপ্ত পদচারণা ছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন তিনি পারঙ্গমতায় সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছিলেন, তেমনি সংগীতের ভুবনে তার দৃপ্ত পদচারণা সংগীত শিল্পকে সমৃদ্ধির আলোকে ভাস্বর করে তুলেছিল। তার সৃষ্টিময় জীবনে তিনি কোন এক জায়গায় থেমে থাকেন নি। অর্থাৎ তার সৃষ্টির তরীটিকে তিনি কখনো একই ঘাটে বেঁধে রাখেন নি। তাই নব নব সৃষ্টির ধারায় নজরুল দেশময় বিচরণ করেছেন অনায়াসে । নজরুলের গান তাই সার্বজনীন ও সর্বজনশ্রুত। সংগীতের তিনি ছিলেন নিত্য শিক্ষার্থী। সংগীত শিক্ষায় তার কোন পৃথক অধ্যায় ছিল না। আশ্চর্য রকম প্রতিভাগুণে তিনি রাগ-রাগিনীকে বশ করেছিলেন। রাগ-রাগিনী সৃষ্টিতে নজরুলের অসাধারণ মেধা ও মনন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ অনুসন্ধানী ও কৌতুহলী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে। তিনি কেবল রাগ সৃষ্টিই করেননি, রাগগুলিকে বাংলা গানের সুরে সুরে বাণীবদ্ধও করেছেন। আলোচ্য গবেষণায় নজরুল সৃষ্ট রাগ-রাগিনীগুলির বিশদ বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কাজী নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে কোলকাতা বেতারে একটি অসাধারণ সৃজনশীল সাংগীতিক কর্মপর্যায় রচিত হয়েছিল। সেই সৃজনশীল কর্মপর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হচ্ছে রাগ প্রধান সংগীত ধারার সূচনা। নজরুলের তীক্ষ্ণ সংগীতজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান, সুরসৌকর্য, সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা, সুর বিহারে শাস্ত্রীয় তথা রাগ সংগীতোপম মনোবৃত্তি এবং সুর প্রয়োগে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এ সবই ভালোভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও কোলকাতা বেতারের সংগীত বিভাগের কর্ণধার সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর পরিকল্পনায় ছিল শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর বিহারে উন্নত রুচির বাংলা গান পরিবেশন করা। আর নজরুলের চিন্তা চেতনায়ও এ বিশ্বাস ছিল যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের চিন্তা ধারায় বাংলা সংগীতের রূপ সৌন্দর্যকে রাগ সংগীতের ঐশ্বর্যে পরিস্ফুট করে অপরূপ ভঙ্গিতে রূপদান ও সুসজ্জিত করার সম্ভবনা আজও শেষ হয়ে যায় নি। নজরুলের এই বিশ্বাস এবং বাংলা সংগীতের নবধারা প্রতিষ্ঠায় সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর দূরদর্শিতা এ দু'য়ের যোগসূত্র, ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় সে সময় বাংলা গানের সৃষ্টি ধারায় নব উন্মেষ ঘটেছিল এবং বাংলা সংগীতের বলয়ে নির্মিত হয়েছিল কিছু উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চর্যাপদ, কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চন্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নরোত্তম ঠাকুরের লীলাকীর্তন, রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলী, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল, নিধিরাম গুপ্ত ও কালী মীর্জার টপ্পা অঙ্গের গান, রাগশঙ্কর ভট্টাচার্যের বাংলা ধ্রুপদ, দেওয়ান রঘুনাথের বাংলা খেয়াল, এভাবে বাংলা গান আঞ্চলিকতা রক্ষা করেও হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতের সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রইলো (মুখোপাধ্যায় ১১-১২)। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিশেষ করে রাগ-রাগিনী নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ ও সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার

* সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

নমুনাদি উত্তর-ভারতীয় সংগীতের মুসলমানী ধারায় আজো ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। এই ইতিহাসে নজরুলের সবচেয়ে বড় সংযোজন তার সৃষ্ট নতুন রাগসমূহ (নজরুল অবশ্য 'রাগিণী' বলতেন) (আলী ৩৯৬)। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত আঠারোটি রাগিণীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাগিণী গুলো হলো-

১. অরুণ-ভৈরব ২. আশা-ভৈরবী ৩. রুদ্র-ভৈরব ৪. যোগিনী ৫. শিবানী-ভৈরবী	৬. উদাসী-ভৈরব ৭. নির্ঝরিনী ৮. বেণুকা ৯. মীনাক্ষী ১০. সন্ধ্যামালতী	১১. বনকুন্তলা ১২. দোলন চাঁপা ১৩. দেবযানী ১৪. অরুণ-রঞ্জনী ১৫. রূপমঞ্জরী	১৬. শঙ্করী ১৭. শিবসরস্বতী ১৮. রমলা

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নজরুল অপ্রচলিত, লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। তবে এগুলি ছিল নজরুল রচিত "হারামণি" অনুষ্ঠান ভিত্তিক গান। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর সকাল ৯:১৫ মিনিটে কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় শ্রী জগৎ ঘটক রচিত "উদাসী-ভৈরব" গীতি-আলেখ্য। এই গীতি-আলেখ্যর পরিকল্পনা, গান রচনা ও সুরারোপ নজরুলের। মূলতঃ এই নাটিকার মধ্যেই নজরুলের নতুন রাগ সৃষ্টির উন্মেষ ঘটে। গীতি আলেখ্যটি রচনার পটভূমি রচনা করতে গিয়ে জগৎ ঘটক বলেন-

> 'সুরেশদা কবিকে ভৈরব রাগের প্রচলিত রূপ এড়িয়ে নতুন সুরের রূপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। কবি সেই নিয়ে মেতে উঠলেন, এমনকি ঘুমের মধ্যেও রাগ-রাগিণীর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, নতুন ভৈরব রাগের উদ্ভাবন করলেন, যেমন- (১) অরুণ ভৈরব, (২) আশা ভৈরব, (৩) শিবানী ভৈরব, (৪) রুদ্র ভৈরব, (৫) যোগিনী এবং (৬) উদাসী ভৈরব'।

জগৎ ঘটকের লেখা থেকে আরো জানা যায়-

> 'উদাসী ভৈরব' নামে গীতি-আলেখ্যটি কাজীদা আমাকে দিয়ে লেখালেন তাতে তাঁর ছয়টি নতুন ভৈরব ও ভৈরবী অঙ্গের উদ্ভাবিত রাগের গান যোগ করে একটি চমৎকার গীতিনাট্য হল। সঙ্গে সঙ্গে গানগুলির স্বরলিপিও করে ফেললাম। 'উদাসী ভৈরব' বেতারে প্রচারিত হয়। শিব ও সতীর ভূমিকায় মন্মথমোহন বসু এবং ইলা ঘোষ কণ্ঠদান করেন। গানে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের নাম যথাক্রমে অণিল বাগচী, নিতাই ঘটক, গীতা মিত্র ও ইলা ঘোষ' (হক ৬৬)।

আসলে সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় কবি সংগীতে তার মেধা, মনন, তীক্ষ্ময়াধী ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে ভৈরব ও ভৈরবী রাগের বিভিন্ন প্রকারভেদ সৃষ্টিতে গভীর মনোনিবেশ করেন। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন রাগ। প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়টি রাগ সৃষ্টি করে বাংলা সংগীতের ধারায় নজরুল নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। সেই ছয়টি রাগ হলো- (১) অরুণ-ভৈরব, (২) আশা-ভৈরবী, (৩) রুদ্র-ভৈরব (৪) যোগিনী (৫) শিবানী-ভৈরবী (৬) উদাসী-ভৈরব।

১. অরুণ ভৈরব

আরোহণ	:	ধ্ ণ্ সা ঋা সা গা মা, দা পা, ণা ধা র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা ণা ধা ণা পা মা দা পা মা গা মা ঋা র্সা।
পকড়	:	ধ্ ণ্ সা ঋা সা, সা গা মা পা, দা পা।
বাদীস্বর	:	মধ্যম
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ
গান	:	জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো হে শিব-ধ্যানী

তাল	:	ঝাঁপতাল
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	আহীর ভৈরব, গুণকেলী।

গানটি সাদ্রা প্রকৃতির গান এবং রের্কড ধারন হয় নি। শ্রী জগৎ ঘটক কৃত 'নবরাগ' গ্রন্থের স্বরলিপিটি শুদ্ধ ও প্রমিত সুরের উৎস। বীর রসাত্মক রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুকুমার মিত্র তাঁর প্রবন্ধ 'কাজী নজরুল ও তাঁর রাগ রাগিণী'তে 'অরুণ ভৈরব' রাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "অরুণ ভৈরব- ঠাট ভৈরব, স্বর - দুই ধা এবং রে নি কোমল। বাদী- মা এবং সম্বাদী- সা, জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, ন্যাস স্বর - সা, ঋা, মা। পরিবেশনের সময়- দিবা প্রথম প্রহর" (হক ৬৮)।

২. আশা ভৈরবী

আরোহণ	:	সা ঋা জ্ঞা, সা ঋা মা, পা দা ণা, পা দা র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা দা পা মা ঋা সা।
পকড়	:	সা ঋা জ্ঞা সা ঋা মা, পা মা ঋা র্সা।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ
গান	:	মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ- আছে শুধু প্রাণ-
তাল	:	ত্রিতাল
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	শুদ্ধ শাওন্ত, যোগিয়া, বৈরাগী, আশাবরী (ঋ যুক্ত), গুণকেলী (ভৈরবী ঠাট)।

ঠাট ভৈরবী, জাতি সম্পূর্ণ-ঔড়ব, উত্তরাঙ্গ প্রবল। প্রকৃতি গম্ভীর। করুণ রসাত্মক রাগ। প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত গবেষক ইদ্‌রিস আলী তাঁর '*নজরুল-সঙ্গীতের সুর*' পুস্তকে এই রাগ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন-

> "অবরোহণে নিখাদ ও গান্ধার গুপ্ত, আরোহণে গান্ধার ও নিখাদ বক্র। এই রাগে মধ্যম স্বরটি আন্দোলিত। পঞ্চম বাদী হলেও উভয়াঙ্গেই এই রাগের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। মধ্যম হতে নিখাদ স্বর-সঙ্গতি খুবই মাধুর্যপূর্ণ। ভৈরবী ঠাটে দু'টি জন্যরাগ আছে। রাগ দু'টি যথাক্রমে আসাবরী ও শুদ্ধ-শাওন্ত। এই দু'টি রাগের সাথে আশা-ভৈরবী আরোহন গতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এই রাগের গতি অচঞ্চল এবং প্রকৃতি গম্ভীর। এই রাগের আরোহণে আসাবরী [ভৈরবী ঠাট] ও শুদ্ধ-শাওন্ত ছাড়াও যোগিয়া ও বৈরাগী রাগের ছায়া স্পষ্ট। তবে গুণকেলী [ভৈরবী ঠাট] রাগের চলনের সাথে এই রাগের সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- গুণকেলী রাগের প্রকৃতি গম্ভীর, বিলম্বিতে মধুরতা আনে। এই রাগেও তা স্পষ্ট। আশা-ভৈরবীতে আরোহনে গান্ধার ও নিখাদ বক্রাকারে ব্যবহৃত হলেও মূলতঃ এ স্বর দু'টি অনেকটা দুর্বলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সবদিক দিয়ে গুণকেলীকে এই রাগের সমপ্রকৃতির রাগ বলা যায় এবং এই রাগ দিবা প্রথম ভাগেই গেয়। গানের বাণীতেও রাগের গায়নকালের ইঙ্গিত দেওয়া আছে। ন্যাস স্বর হিসাবে ষড়জ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ঠাট বিচার্যে ভৈরবীকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। কারণ, রাগের নামেও তা স্পষ্ট। এই রাগটি শ্রীজগৎ ঘটক রচিত 'উদাসী-ভৈরব' নাটিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়" (আলী ৪১৬)।

৩. শিবানী ভৈরবী

আরোহণ	:	সা রা জ্ঞা পা, দা র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা, ণা দা পা, মা জ্ঞা সা।
পকড়	:	সা রা জ্ঞা পা, ণা দা পা।
বাদীস্বর	:	ষড়জ
সমবাদীস্বর	:	পঞ্চম
গান	:	ভগবান শিব জাগো জাগো।
তাল	:	ত্রিতাল
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	আশাবরী, শিবরঞ্জনী।

প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুকুমার মিত্র তাঁর প্রবন্ধে এই রাগটির যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নে দেয়া হলো-

শিবানী-ভৈরবী ঠাট– আশাবরী, স্বর- গা, ধা ও নি কোমল, বর্জিত স্বর-আরোহণে মা ও নি এবং অবরোহণে রে বর্জিত, জাতি-ঔড়ব- ষাড়ব, বাদী- সা, সাম্বাদী- পা, ন্যাস স্বর সা, ও পা। পরিবেশনের সময়- মধ্য রাত্রি।

আরোহন– সা রা জ্ঞা পা, দা র্সা,

অবরোহন– র্সা, র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা, ণা দা পা, মা জ্ঞা সা

বৈশিষ্ট্য– শিবানী ভৈরবী উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। লক্ষণীয় যে, আরোহণে শিবানী ভৈরবীর রেখাব পরিবর্তনে ভূপাল টোড়ী ও ধৈবৎ পরিবর্তন করলে শিবরঞ্জনী রাগ দুটি পাওয়া যায়। অবশ্য অবরোহণও একই ক্রমে বিপরীতমুখী রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, শিবানী ভৈরবীতে ভৈরবী নামটি যুক্ত হলেও তার সপ্তকের পূর্ব্বাঙ্গে আমরা আশাবরী ও জৌনপুরীকেই পাই- পা, র্রা, র্সা র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা, নর্সা র্রা র্সা দাপা। এর অবরোহণে র্সা ণা দা পা মা জ্ঞাসা এর ব্যবহারে গোপীবসন্ত স্পষ্ট। এখানেই ভৈরবীর প্রচ্ছন্ন স্পর্শ মেলে (হক ৭১)।

৪. রুদ্র ভৈরব

আরোহণ	:	সা ঋা মা দা, ণা র্সা ।
অবরোহণ	:	র্সা ণা দা মা ঋা র্সা।
পকড়	:	দা মা, মা দা ণা দা, মা ঋা, র্সা।
বাদীস্বর	:	ধৈবত
সমবাদীস্বর	:	ঋষভ
গান	:	এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি, হে প্রলয়ঙ্কর-
তাল	:	সুর-ফাঁকতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	'রুদ্র ভৈরব' এর সাথে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সৃষ্ট রাগ 'প্রভাতকেলী'র মিল রয়েছে।

সুকুমার মিত্র তাঁর প্রবন্ধে এই রাগের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ-

রুদ্র ভৈরব- ঠাট-ভৈরবী, স্বর– রা, গা, ধা ও নি কোমল বর্জিত স্বর- গা ও পা,জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব, বাদী- ধা, সম্বাদী-রা। পরিবেশনের সময়- দিবা প্রথম প্রহর।

বৈশিষ্ট্য- কাজী নজরুলের সৃষ্ট এটি একটি অভিনব রাগ। এই রাগটি গম্ভীর প্রকৃতির। রুদ্র ভৈরবে রিষভ-এর পরিবর্তে কোমল গান্ধারের ব্যবহারে মালকোষ রুদ্র ভৈরবে প্রবল হয়। উত্তরাঙ্গে এই কারণে মালকোষ স্পষ্ট। এ জন্য সহজেই তিরোভাবে এই রাগে সুন্দরভাবে মালকোষ প্রদর্শন করা যায়- সা মা, দা, দামা, ণা দা মা ণা দা মা ণা দা মা মা দা ণা র্সা, সা র্সা, ণা, দা মা– এই ধরনের বিস্তারের পরই মাঋাসা এর ব্যবহারে মূল রাগের আবির্ভাব হয়। রাগটি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এছাড়া ‘ণা দা মা ঋা সা’ এই অঙ্গে অবরোহণে স্পষ্ট হয় যোগিয়া রাগ (হক ৭২)।

৫. যোগিনী

আরোহণ	:	সা ঋা জ্ঞা ক্ষা দা পা, মা পা ণা দা পা র্সা ।
অবরোহণ	:	র্সা না দা পা, পা ক্ষা জ্ঞা, মা, মা গা ঋা র্সা।
পকড়	:	দা্ পা্ সা, সা ঋা জ্ঞা ক্ষা দা পা, ক্ষা জ্ঞা, মা গা ঋা সা।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ
গান	:	শান্ত হও, শিব, বিরহ-বিহ্বল
তাল	:	ত্রিতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	মালকোষ, বাগেশ্রী।

সুকুমার মিত্র এই রাগ বর্ণনায় বলেন-

যোগিনী- ঠাট টোড়ী, স্বর- রা, ধা কোমল, দুই নিষাদ (আরোহণে কোমল, বক্র এবং অবরোহণে শুদ্ধ), দুই গান্ধার (আরোহণে কোমল ও বক্র এবং অবরোহণে দুই গান্ধার বক্র), এ ছাড়া দুই মধ্যমও বক্র।

জাতি- বক্র সম্পূর্ণ; বাদী- পা ও সম্বাদী- সা , ন্যাস স্বর- সা, পা। পরিবেশনের সময়- প্রাতঃ কাল।

আরোহন– সা, ঋা জ্ঞা ক্ষা দা, পা, মা পা, ণা ধা পা র্সা

অবরোহন– র্সা, না দা পা, ক্ষা, জ্ঞা, মা গা ঋা সা।

বৈশিষ্ট্য- যোগিনীর পূর্ব্বাঙ্গে টোড়ী ও উত্তরাঙ্গে আশাবরীর মিশ্রণ আছে। পঞ্চম বাদী হওয়ায় অবরোহণে মূলতানে তিরোভাব দেখানো যায় পূর্বাঙ্গেঃ র্সা না দা পা ক্ষা, র্সা, ক্ষা, দা পা। কিন্তু ধৈবতের আন্দোলন সেক্ষেত্রে বর্জনীয়। নাম যোগিনী হলেও যোগিয়ার সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। একমাত্র মা পা ণা দা পা- এই অঙ্গে যোগিয়ার একটু ঝলক আসে মাত্র।

চলন- সা,নঋা, সা, ঋ জ্ঞা মা, গমগ ঋা সা, সা ঋা জ্ঞা ক্ষা দা পা, মা পা ণা ধা পা, র্সা না দা পা ক্ষা জ্ঞা, মা গা, ঋা সা।

রিষভ- এর পরিবর্তে কোমল গান্ধারের ব্যবহারে স্পষ্ট মালকোষ পাওয়া যায়। একই কারণে উত্তরাঙ্গে মালকোষ স্পষ্ট। এ জন্য সহজেই মালকোষ তিরোভাব এই রাগে সুন্দরভাবে দেখানো যায়ঃ সা মা, দা, দা মা, ণা, দা মা ণা দা মা মা দা ণা র্সা, সা র্সা ণা দা মা- এরূপ বিস্তারের পরই মা ঋা সা- এর ব্যবহারে মূল রাগের আবির্ভাব মনোগ্রাহী হয়। এছাড়া ণা, দা মা ঋা সা, এই অঙ্গে অবরোহণে যোগিয়া স্পষ্ট হয় (হক ৭৪)।

৬. উদাসী ভৈরব

আরোহণ	:	সা, ঋা, গা, মা, হ্মা, হ্মণর্সা, র্ঋার্সা।
অবরোহণ	:	র্ঋা র্সা ণা হ্মা মা, গা মা ঋা সা।
পকড়	:	সা ঋা গা মা, হ্মা ণা মা ^দহ্মা ^দহ্মা মা।
বাদীস্বর	:	মধ্যম
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ
গান	:	সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে
তাল	:	ত্রিতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	কালিঙ্গড়া, ভৈরব।

উদাসী-ভৈরব কাজী নজরুলের একটি অসাধারণ সৃষ্ট রাগ। এই রাগ উত্তরাঙ্গ বাদী এবং পূর্ব্বাঙ্গে ললিত ও দুই মধ্যম আন্দেলিত। অবরোহণে নিষাদের সঙ্গে কোমল ধৈবতের ব্যবহার হয় সতর্কতার সঙ্গে গুপ্ত ধৈবতের অনুরূপ। ষড়জ পরিবর্তন করে মধ্যমকে সা ধরলে যোগিয়ার রূপ স্পষ্ট হয়। (হক ৭৫)। রাগ-উদাসী ভৈরব, ঠাট পূর্বী, স্বর- ঋষভ ও নিষাদ কোমল। এছাড়াও দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। বর্জিত স্বর- পঞ্চম ও ধৈবত, জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব, ন্যাস স্বর- মধ্যম ও ষড়জ, পরিবেশনের সময়- রাত্রি অন্তিম প্রহর। প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ইদ্‌রিস আলী তাঁর *'নজরুল সঙ্গীতের সুর'* গ্রন্থে উদাসী ভৈরবের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ দিয়েছেন-

> বিশেষত্ব- কোমল ধৈবত বিবাদী নয় কিন্তু খুব কম লাগে। কেবল কড়ি মধ্যমের সঙ্গে আন্দোলিতভাবে ব্যবহৃত হবে ও একটু 'ললিত'-এর ভাব সৃষ্টি করবে। করুণ-রসাত্মক রাগ।
>
> 'উদাসী-ভৈরব' নাটিকার সর্বশেষ গান ছিল নাটিকার নামানুসারেই কবিসৃষ্ট 'উদাসী-ভৈরব' রাগের সুরে রচিত আলোচ্য গানটি।
>
> 'উদাসী ভৈরব' রাগের উপর রচিত গানের কথাভাগেই রাগের নাম প্রকাশিত। গানের কাব্যরসে বিষাদের সুর অনুরণিত। সতীর দেহত্যাগে ভৈরব-রূপী শিব গভীর শোকে কাতর। যে শিবের আটটি মূর্তি অর্থাৎ অসিতাঙ্গ, রুরু, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ ও সংহার– এই অষ্টমূর্তি ধারণ ক'রে যে-শিব ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে, সেই শিব আজ সতীর বিরহে রোদন করছে। এই শোক-বিহ্বল শিবের করুণ ও উদাসী ভাবমূর্তিকে সুর-সৌকর্যে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে তীব্র মধ্যম ও কোমল নিখাদের এক আশ্চর্য পারম্পর্যে অপূর্ব সুর-পরিকল্পনার মাধ্যমে ভৈরবকে 'উদাসী' করা হয়েছে। রাগটির আরোহণ ও অবরোহণের স্বর-সঙ্গতি দেখে মনেই হয় না যে, মধ্যে ভৈরবের কোন ছায়া আছে। কিন্তু রাগটি শুনলে মনে হয় যে, ভৈরবের সমগোত্রীয় কিছু আছে। এরূপ হবার অবশ্য কারণও যথেষ্ট আছে। একটু দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সেই স্বরূপ উদঘাটন করা যায়। গানের স্কেল পরিবর্তন করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন রাগের আরোহণে 'সা ঋা গা মা হ্মমা হ্মণর্সা র্ঋার্সা'-এই স্বর-সঙ্গতি আছে। এখন শুদ্ধ মধ্যমকে 'সা' ধরলে 'পা্ দা্ না্ সা ঋসা ঋমপা দা পা'–এই স্বর-সঙ্গতিতে ভৈরব রাগের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সুরের স্কেল পরিবর্তন করলে উদাসী-ভৈরব রাগের মূর্তিটি কেবল ভৈরবেই লীলায়িত হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ন ছদ্মবেশটি নজরুলের গানে প্রয়োগ হয়ে উদাসী-ভৈরবের মধ্যে ভৈরবকে স্পষ্ট করেছে। স্কেল অর্থাৎ ষড়জ পরিবর্তনের ফলে উদাসী-ভৈরবের রূপ কিছুটা ম্লান হলেও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ভৈরবের সাথে ললিতের মিশ্রণ পরিকল্পনাও রয়েছে। কিন্তু ভৈরব ও ললিতের মিশ্রণে আবার একটি বিপদ-সংকেত আছে। ভৈরব ও ললিতের মিশ্রণে একটি শাস্ত্র-বর্ণিত রাগ হলো 'কলিঙ্গড়া ভৈরব'। এই রাগেরও বাদীস্বর মধ্যম, সমবাদী স্বর ষড়জ এবং কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কলিঙ্গড়া-ভৈরবের চলনটি স্বতন্ত্র। সেখানে গান্ধার, পঞ্চম ও নিখাদ এবং অবরোহণে ধৈবত ও রেখাবে স্থিতি। এই কলিঙ্গড়া-ভৈরব রাগটি অবশ্য লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রচলিত অবরোহণে তীব্র মধ্যম ব্যবহারযুক্ত রাগ (আলী ৪১৮-১৯)।

নবরাগ মালিকা (প্রথম অনুষ্ঠান)

কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে নবরাগ মালিকার একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি। এ অনুষ্ঠানের বিষয়ে বেতার জগতে নিম্নলিখিত পরিচিতি দেয়া হয়েছিল-

> সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিটে 'নব রাগ মালিকা'
> রচনা ও প্রযোজনা - কাজী নজরুল ইসলাম
> বর্ণনা- অনিল দাস
> ব্যঞ্জনা- গীতা মিত্র ও শৈল দেবী (হক ১১৭)।

নজরুল সৃষ্ট রাগিনীর উপর ভিত্তি করে তাঁর রচিত ছয়টি গানের সমন্বয়ে 'নবরাগ মালিকা' প্রথম অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল। ১৬ জানুয়ারি ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে বেতার জগতে এই গীতি নাট্যের পূর্ণ বাণী প্রকাশিত হয়। বেতার জগতের ঐ সংখ্যায় 'আমাদের কথা' বিভাগে 'নবরাগ মালিকা' বেতার অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

> **আমাদের কথা:** 'নব রাগমালিকা ১৩ই জানুয়ারী শনিবারের সায়াহ্নে এই অনুষ্ঠানটির অধিবেশন হয়ে গেছে। কবি নজরুল ইসলামের অনন্য সাধারণ প্রতিভার দান এই 'নব রাগমালিকা'। কবি নজরুল ইসলাম অনেকগুলো নতুন রাগিণী নিজে সৃষ্টি করেছেন। সেইগুলোর মধ্য থেকে ছ'টি রাগিণী চয়ন করে নিয়ে এই মালিকাটি গাঁথা হয়েছে। তার এই নতুন রাগিণীগুলো ভারতীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। আমরা আশাকরি আমাদের দেশের সঙ্গীতবিদরা এই নতুন রাগিণীগুলোকে গ্রহণ করে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে কুণ্ঠিত হবেন না। সাধারণের সুবিধার জন্য 'নব রাগ মালিকা'এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল (হক ১১৭-১৮)।

উক্ত 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানে প্রচারিত ছয়টি রাগ ছিল-

৭. নির্ঝরিনী	১০. সন্ধ্যামালতী
৮. বেণুকা	১১. বনকুন্তলা
৯. মীনাক্ষী	১২. দোলন চাঁপা

এসকল রাগ সম্বন্ধে নজরুল বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এর মধ্যে 'বেণুকা' ও 'দোলন চাঁপা' এই দুটি রাগিণী সম্পর্কে নজরুলের বক্তব্য ছিল-

> 'বেণুকা' ও 'দোলন চাঁপা' দু'টি রাগিণীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক [মডার্ণ] গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশী অনুভব করি তা হচ্ছে 'সিমিট্রি' [সামঞ্জস্য] বা 'ইউনিফরমিটি' [সমতা]-র অভাব। কোন রাগ বা রাগিনীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিনীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সঙ্গীতশাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ-রাগিনী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ-রাগিনী যদি তার 'গ্রহ' ও 'ন্যাস' এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।
>
> ক্ল্যাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মনকে 'মহতোমহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন, হিন্দী ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল,ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পারে না, আমার এই গান দু'টির স্বর-সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের 'কর্তব্য' তাদের সে ধারণা বদলে দেবে। গানের 'আঙ্গিক' বা মিউজিক্যাল টেকনিক বজায় রেখেও এই শ্রেণীর গান কত মধুর হতে পারে, আশা করি, আমার এই গান দু'টিই তা প্রমাণ করবে (কাদির ২১৫-১৬)।

'নবরাগ মালিকা'র প্রথম অনুষ্ঠানে প্রচারিত ছয়টি রাগের শাস্ত্রীয় বর্ণনা যতদূর সম্ভব সন্নিবেশ করা হলো-

৭. নির্ঝরিনী

আরোহণ	:	সপা, গমপা, র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা (না) দা পা, মা গা মা, ঋা সা।।
পকড়	:	সা, পা গমপা, মগমা, ঋসা, প্সা।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম।
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ
গান	:	রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম কে বাজায়- জল ঝুমঝুমি
তাল	:	ত্রিতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	জিলফ্, ভৈরব।

বেতার জগতে রাগিণী 'নির্ঝরিনী' বর্ণনা নিম্নরূপে প্রকাশিত হয়েছিল-

'নিবিড় অরণ্য মাঝে ব'য়ে যায় ঝর্ণাধারা,
অবিচ্ছিন্ন ঝর ঝর সুরের প্রবাহ
পাখীর পালক বাঁধা তীর ধনু হাতে
গেয়ে ওঠে ঝর্ণা তীরে বনের কিশোর-

এই রাগিনীর উত্তরাঙ্গ প্রবল। অবরোহণের সময় তীব্র নিখাদ গুপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্জিত নয়, বিবাদী। অবরোহণে ধৈবতে আন্দেলনকালে কতকটা ভৈরোঁ ঠাটের জিল্ফ-এর আভাস আসে, ইহার গতি 'শোখ' অর্থাৎ চঞ্চল। ঝর্ণাধারার মত অবরোহণকালে ইহার চঞ্চল গতি ফুটিয়া উঠে। জলধারার মেঘরূপে পর্বতারোহণের মত ইহার গতি গম্ভীর ও শ্লথ এবং অবতরণে গতি চঞ্চল বলিয়া ইহার নাম নির্ঝরিনী।'

রাগটির ঠাট ভৈরব। ন্যাস স্বর- মধ্যম, রাগ প্রকৃতি- চঞ্চল, ঋষভ ও ধৈবত কোমল।
রেখাব ও ধৈবত কোমল-যুক্ত-স্বর সম্বলিত সন্ধিপ্রকাল রাগের প্রধান চিহ্ন বিধায় এই রাগটিও একটি সন্ধিপ্রকাশ রাগ। এছাড়া রেখাব ও ধৈবত কোমল বিশেষ ক'রে কোমল রেখাব সকালে গেয় রাগের পরিচয়বাহী। অতএব, নির্ঝরিনী সকালে গেয় প্রাতঃসন্ধিপ্রকাশ রাগ।

এই রাগে একটি বড় ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। নতুন রাগ সৃষ্টিতে আরোহণ-অবরোহণ ভেদে কমপক্ষে পাঁচটি স্বরের প্রয়োগ আবশ্যকীয় কিন্তু নির্ঝরিনী রাগের আরোহণে মাত্র চারটি স্বর ব্যবহৃত হয়েছে এবং আরোহণে দু'টি পাশাপাশি স্বর ধৈবত ও নিখাদ বাদ পড়েছে- যা শাস্ত্র পরিপন্থী। সেজন্য এই রাগের জাতি নির্ণয় সম্ভব হলো না (আলী ৪০৫-৬)।

৮. বেণুকা

আরোহণ	:	সা রা মা, পা ণা ধা মা, পধর্সা।
অবরোহণ	:	র্সনা, পধমা, গা, রগা, সা।
পকড়	:	সা রা মা, ণা ধা পা ধা মা, মা গা, রা গা সা।
বাদীস্বর	:	মধ্যম।
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ
গান	:	বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া বনে
তাল	:	ত্রিতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	পাহাড়ী (খাম্বাজ ঠাটাশ্রিত) ও তিলক কামোদ।

ঠাট-খাম্বাজ, জাতি- ষাড়ব-সম্পূর্ন। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। গাইবার সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। বেতার জগতে রাগিনী 'বেণুকা'র বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল নিম্নলিখিতভাবে-

'শুনিতে শুনিতে সেই ঝরণার সুর
আনমনা হয়ে যায় বনের কিশোর।
ফেলে দিয়ে তীর ধনু শীর্ণা ঝর্ণাজলে
সরল বাঁশীতে তুলে তরলিত তান।
সজল ঝর্ণার বুকে ছিল যে বেদনা
তাই যেন ফুটে ওঠে পাহাড়ী বাঁশীতে।
ছিল সেই বনে এক অরণ্য কুমারী
চন্দ্রা নাম তার; শুনি সেই বেণুরব
ভুলে যায় চঞ্চলতা আঁখি সকরুণ
কহে তার প্রিয় সখী রুপমঞ্জরীরে-

.....এই রাগিণী শুনিতে কতকটা পাহাড়ী ও তিলককামোদের মত শোনায়। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব- অবরোহণে তীব্র নিখাদে তারার 'র্সা' ধরিয়া আন্দোলনও স্থিতি, ঐরুপ ধৈবতে ও গান্ধারে স্থিতি। বুনো বাঁশীর আভাস ফুটিয়া উঠে বলিয়া উহার নাম বেণুকা' (আলী ৪০৭)।

৯. মীনাক্ষী

আরোহণ	:	ন্‌ ধ্‌ সা ণ্‌ রা, গা মা পা, গা মা পা ধা র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা ণা ধা মা, পদপা, মজ্ঞরা, গসা।
পকড়	:	ন্‌ ধ্‌ সা ণ্‌ রা, গা মা পা, মা জ্ঞা রা, গা সা ।
বাদীস্বর	:	ঋষভ।
সমবাদীস্বর	:	পঞ্চম।

গান	:	চপল আঁখির ভাষায়, হে মিনাক্ষি কয়ে যাও
তাল	:	ত্রিতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	নীলাম্বরী, কাফি ও হংসকিঙ্কিনী।

ঠাট-কাফি। জাতিষাড়ব-সম্পূর্ণ,বক্রগতির রাগ। পূর্বাঙ্গ প্রবল।

বেতার জগতে 'রাগিণী মীনাক্ষী'কে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

'শুনি সেই গান-যেন বনের মর্মর।
বনের কিশোর আসে বাঁশরী বিসরি।
হেরিয়া কিশোরে চন্দ্রা আনত নয়ানে
অনামিকা অঙ্গুলিতে জড়ায় আঁচল।
যত লাজ বাধে, তত সাধে মনে মনে
হে সুন্দর থাকো হেথা আরো কিছুক্ষণ।
মুঠি মুঠি বনফুল চন্দ্রা পানে হানি
মৃদু হাসি' গেয়ে ওঠে বনের কিশোর

...এই রাগিণীতে নীলাম্বরী ও কাফী রাগিণীর কতকটা এবং অনেকটা হংসকিঙ্কিনীর আভাস পাওয়া যায়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব অবরোহণে বক্রগতিতে কোমল ধৈবত ও তীব্র গান্ধারে পূর্ববর্তী সুরকে ধরিয়া আন্দোলন অর্থাৎ ধৈবতের সময় নিখাদ ও গান্ধারের সময় মধ্যম ধরিয়া সুরকে দোলানো। ইহার গতি মীনের মত বক্র ও চঞ্চল বলিয়া ইহার নাম মীনাক্ষী (আলী ৪০৮)।

১০. সন্ধ্যামালতী

আরোহণ	:	ন্‌া সা জ্ঞা রা, সা গা মা পা, জ্ঞা ক্ষা পা, ণা ধা মা, পা নর্সা।
অবরোহণ	:	র্সা না দা পা, ক্ষা জ্ঞা রা সা।
পকড়	:	ন্‌া সা জ্ঞা রা, গা মা পা, পা মা জ্ঞা, দা পা, মা জ্ঞা রা ন্‌া সা ।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম।
সমবাদীস্বর	:	গান্ধার (জ্ঞা) কোমল মতান্তরে ষড়জ (সা)
গান	:	শোন্ ও- সন্ধ্যা-মালতী বালিকা তপতী-
তাল	:	আদ্ধা-কাওয়ালী।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	আরোহণে পিলু, বারোয়া, মূলতানীর রূপ এবং অবরোহণে মূলতানীর রূপ ফুটে ওঠে।

পিলু রাগের মত এই রাগও কোন নির্দিষ্ট ঠাটাশ্রিত বলা যায় না। জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। বেতার জগতে রাগিণী 'সন্ধ্যামালতী'কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে -

'শরমে মরমে মরি' পলাইয়া যায়
প্রথম-প্রণয় ভীরু চন্দ্রা দূর বনে
সন্ধ্যা-মালতীর কুঞ্জে, কেঁদে ওঠে প্রাণ
কী যেন অসহ দুঃখে, অজানা পীড়ায়।
দেখিলে চাহিতে নারে মুখপানে তার।
না দেখিলে প্রাণ আরো করে হাহাকার।
আবার বাজিয়া ওঠে বাঁশী যেন বুকে
কাছে এসে সাধে তারে তার প্রিয় সখী

...ইহার বিশেষত্ব অবরোহণকালে একাধারে বারোয়াঁ, ধানী ও মুলতানের রূপ অপূর্ব শ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে। অবরোহণে মুলতানী ও পিলুর রূপ পরিস্ফুট হয়। সন্ধ্যামালতীর মতই করুণ, স্নিগ্ধ ও মধুর রসের সৃষ্টি করে বলিয়া ইহার নাম সন্ধ্যামালতী (আলী ৪০৮-৯)।

১১. বনকুন্তলা

আরোহণ	:	প্‌ ধ্‌ সা রা, গা পা ধা পা, ধা সা।
অবরোহণ	:	র্সা না ধা পা, গা রা, গা সা রা।
পকড়	:	সা রা, গা সা রা, ধ্‌ প্‌, ধ্‌ সা।
বাদীস্বর	:	ঋষভ।
সমবাদীস্বর	:	পঞ্চম।
গান	:	বনকুন্তল এলায়ে বন- শবরী ঝুরে
তাল	:	ত্রিতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক

ঠাট বিলাবল। জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। করুণ রসাত্মক রাগ, ন্যাস স্বর- ঋষভ। সন্ধ্যাকালীন রাগ। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি প্রকাশিত বেতার জগতে রাগিণী 'বনকুন্তলা'কে বর্ণনা করা হয়েছে-

'বক্ষে দোলে নব অনুরাগের মালিকা
চক্ষে বহে অকরুণ অশ্রু নির্ঝরিনী
তবু চাহিলে না বৃন্দাবনের কিশোরী
চন্দ্রা আঁখি তুলি'! অকারণ অভিমানে
ফিরে গেল ম্লানমুখে বনের কিশোর
চলি' গেল আন পথে মুখ ফিরাইয়া।
গহন অরণ্য পথে ফেলে রেখে বাঁশী

ফিরে এসে সেই সন্ধ্যামালতী বিতানে
লুটাইয়া কাঁদে চন্দ্রা বলে 'হে নিষ্ঠুর
কেন তুমি জোর ক'রে ভাঙিলে না লাজ?
হে অন্তর্যামী কেন অন্তরের ব্যাথা
বুঝিলে না? কেন তুমি ভুল বুঝে গেলে'?

...এই রাগিণীতে এলয়িত কুন্তলা বিরাহিনী বন শবরীর রূপ অরণ্যশ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে বলিয়া ইহার নাম বনকুন্তলা। আরোহীতে পঞ্চম, ধৈবত অবলম্বন করিয়া স্থিতি বলিয়া ভূপালী হইতে ইহা স্বতন্ত্র শোনায়। অবরোহীতে র্সা না ধা পা, গা রা সা রা- ইহার প্রধান রূপ, ইহাতেই ইহার অরণ্যশ্রী করুণ-রূপে ফুটিয়া উঠে (আলী ৪০৯-১০)।

১২. দোলন চাঁপা

আরোহণ	:	সা গা ক্ষা পা, গা মা না ধা, পা না ধা র্সা।
অবরোহণ	:	র্সনা ধণা ধণধপা ক্ষপা, গা মা রসা।
পকড়	:	সগক্ষপা, গা মা না ধা, ধা ণা, ধা পা ক্ষা, গা মা রা সা।
বাদীস্বর	:	ধৈবত।
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ।
গান	:	দোলন চাঁপা বনে দোলে দোল্- পূর্ণিমা- রাতে
তাল	:	ত্রিতাল।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	হাম্বীর, মালবশ্রী, কামোদ, নট।

ঠাট কল্যাণ। জাতি ষাড়ব- সম্পূর্ণ। রাগ প্রকৃতি করুণ ও দোলায়মান। গাইবার সময় সন্ধ্যাকাল। বক্রগতির রাগ। বেতার জগতে রাগিণী 'দোলন চাঁপা'কে বর্ণনা করা হয়েছে-

'ফিরে আসিল না আর বনের কিশোর
ঘরে ফিরিল না আর বনের কিশোরী
মাধবী চাঁদের বুকে কৃষ্ণ-লেখা হয়ে
দেখা দেয় আজো সেই কিশোরের ছায়া।
কাঁদে চাঁদ সেই বিরহীরে বুকে ধরি'
আনন্দে কলঙ্কী নাম করিল বরণ।
বনের কিশোরী চন্দ্রা সেই চাঁদ পানে
চাহিয়া বনের বুকে বিসরিয়া তনু
ধরিল দোলনচম্পা রূপ এ ধরায়
জনম লভিয়া পুন হেরিয়া কিশোরে।
আজো দোল্-পূর্ণিমা-রাতে বিকশিয়া

ঝ'রে যায় বিরহের প্রখর বৈশাখে
বারে বারে জন্ম লভে ম'রে বারে বারে
তবু তার প্রেমের সে অনন্ত পিপাসা
মিটিল না, মিটিবে না বুঝি কোন কালে।

...ইহাতে হাম্বীর, কামোদ ও নটের রূপ মাঝে মাঝে উঁকি দেয় কিন্তু ইহার গতি অত্যন্ত দোলনশীল বলিয়া ঐ সব রাগের আভাস দিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া যায়।
আরোহনে পূর্ববর্তী সুরকে ধরিয়া 'ঝুলনা' বা দোলাই ইহার প্রধান বিশেষণ; দক্ষিণ সমীরণে দোলনচম্পার দোলনের সঙ্গে ইহার গতির সামঞ্জস্য হইতে ইহার নাম দোলনচম্পা হইয়াছে। তীব্র মধ্যম ও 'গা মা না ধা'-র চম্পা ফুলের সুরভির তীব্রতা ও মাধুর্য ফুটিয়া উঠে।' বিভিন্ন গ্রন্থে এই রাগটি 'দোলনচাঁপা' নামেই বিভিন্ন বইতে নির্দেশ করা হয়েছে কিন্তু নজরুলের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে এটি 'দোলনচম্পা' হিসাবে প্রচারিত হয় (আলী ৪১০-১১)।

নজরুল সৃষ্ট আরো ছয়টি রাগিণীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাগিণীগুলো যথাক্রমে-

১৩. দেবযানী	১৬. শঙ্করী
১৪. অরুন-রঞ্জনী	১৭. শিবসরস্বতী
১৫. রূপমঞ্জরী	১৮. রমলা

রাগগুলির বিস্তারিত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো-

১৩. দেবযানী

আরোহণ	:	সা রা পা, ণা ধা, রা পা, ণা ধা না র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা ণা ধা পা রা সা।
পকড়	:	সা রা পা, ণা ধা পা, রা সা ন্‌ সা।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম।
সমবাদীস্বর	:	ঋষভ।
গান	:	দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে
তাল	:	নবনন্দন [সংস্কৃত-ছন্দ, মাত্রা সংখ্যা-২০]।
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	গারা, খাম্বাজ, মিঞা মল্লার, কামোদ।

১১ মে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নবরাগ মালিকা অনুষ্ঠানের প্রথম গান। ঠাট- খাম্বাজ। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। বর্জিত স্বর- গান্ধার ও মধ্যম। রাগ রূপ- 'গারা' ও 'খাম্বাজ' রাগের মতো 'ণা ধা না সা' এই স্বর সঙ্গতিতে রাগ রূপ প্রবল হয়। তবে 'মিঞা-কি মল্লার'কে এড়িয়ে চলতে হবে। উত্তরাঙ্গ প্রবল। শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। গানটি নবনন্দন তালে নিবদ্ধ। কুড়ি মাত্রার তালে এই গানটি কাজী নজরুলের এক নতুন সৃষ্টি (জগৎঘটক ৫)।

১৪. অরুন-রঞ্জনী

আরোহণ	:	সা জ্ঞা পা হ্মা পা দা র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা ণা দা পা জ্ঞা ঋা সা।
পকড়	:	পা, সা জ্ঞা পা হ্মা পা, জ্ঞা ঋা সা।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম।
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ।
গান	:	হাসে আকাশে শুকতারা হাসে
তাল	:	ত্রিতাল
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	বিলাসখানী তোড়ী, ভূপাল তোড়ী।

নবরাগ মালিকা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় গান। ঠাট- পূর্বাঙ্গে তোড়ী এবং উত্তরাঙ্গে ভৈরবী। জাতি- ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহণে ঋষভ ও নিষাদ এবং অবরোহণে মধ্যম বর্জিত। উত্তরাঙ্গ প্রবল রাগ। গাইবার সময়- সম্ভবত প্রাতঃকাল। প্রকৃতি-চঞ্চল, শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

১৫. রূপমঞ্জরী

আরোহণ	:	সা রা মা পা না র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা না ধা পা, গা মা রা গা, সা রা ন্ সা।
পকড়	:	সা, রমপা, নধপা, গা মা রা সা।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম।
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ।
গান	:	পায়েলা বোলে রিনিঝিনি নাচে রূপ-মঞ্জরী
তাল	:	ত্রিতাল
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	দেশ, সৌরট।

নবরাগ মালিকা অনুষ্ঠানের তৃতীয় গান। ঠাট- বিলাবল। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহণের গতি বক্র। চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রবল। শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। গাইবার সময়- প্রাতঃকাল।

১৬. শঙ্করী

আরোহণ	:	সা গা পা না ধা র্সা।
অবরোহণ	:	র্সা না পা, গা পা ণা ধা পা, গা সা।
পকড়	:	র্সা, না পা, না ধা পা, গা পা গা সা।
বাদীস্বর	:	গান্ধার।
সমবাদীস্বর	:	নিষাদ।

গান	:	শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগমায়া শঙ্করী শিবানী
তাল	:	একতাল (চতুর্মাত্রিক)
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	নবরাগ
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	শঙ্করা, বেহাগড়া।

নবরাগ মালিকা অনুষ্ঠানের পঞ্চম গান। ঠাট- বিলাবল। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। আরোহণে 'গান্ধার' মধ্যমের সাথে আন্দোলিতভাবে ব্যবহৃত হবে এবং ঋষভ গুপ্ত থাকবে। বীর রসাত্মক রাগ। পূর্বাঙ্গ প্রবল। রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। রাত্রিকালীন রাগ।

১৭. শিবসরস্বতী

আরোহণী	:	দ্ ণ্ সা গা মা, দা পা, জ্ঞা মা দা ণা র্সা।
অবরোহণী	:	র্সা ণা দা মা, দা পা, মা জ্ঞা মা সা। (জগৎঘটক, ১৯৭০:৩)।
পকড়	:	জ্ঞা মা সা, দ্ ণ্ সা, গা মা দা পা ।
বাদীস্বর	:	মধ্যম।
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ।
গান	:	জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী
তাল	:	ত্রিতাল
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	বেণুকা। এছাড়া 'পাঠশালা' পত্রিকা– মাঘ, ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
স্বরলিপিকার	:	শ্রী জগৎ ঘটক
সমপ্রকৃতির রাগ	:	নন্দনকোষ, মালকোষ।

ঠাট- ভৈরবী। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব। আরোহণে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত এবং অবরোহণে উভয় গান্ধার ব্যবহৃত হয়। রাগিণীটিতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির বদলে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির ছায়া পাওয়া যায়। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। গাইবার সময়- মধ্যরাত্রি।

১৮. রমলা

আরোহণ	:	ন্ সা, জ্ঞা মা পা, দা না র্সা।
অবরোহণ	:	সা না দা পা মা জ্ঞা ঋা সা।
পকড়	:	সা ন্ সা জ্ঞা, জ্ঞা মা পা, সা জ্ঞা ঋা, মা জ্ঞা ঋা সা।
বাদীস্বর	:	পঞ্চম।
সমবাদীস্বর	:	ষড়জ।
গান	:	ফিরিয়া যদি সে আসে
তাল	:	ত্রিতাল
স্বরলিপি-গ্রন্থ	:	সংগীত গবেষক নজরুল।
স্বরলিপিকার	:	শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সমপ্রকৃতির রাগ	:	ভৈরবী, ভূপাল বা ভূপালী তোড়ী, ধনাশ্রী (ভৈরবী ঠাট)।

কোলকাতা বেতারের নবরাগ মালিকার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের চতুর্থ গান। ঠাট- ভৈরবী। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। অবরোহণে ঋষভ বর্জিত। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। গাইবার সময় দিবার শেষ ভাগ ও রাত্রির শুরু। ইহা একটি সন্ধি প্রকাশক রাগ। এই গানটি সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *নজরুল ঃ সংগীত ও সাহিত্যকোষ* পুস্তকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

> ফিরিয়া যদি সে আসে: গ্রন্থ-'সন্ধ্যামালতী'। বেতারে ১১-৫-১৯৪০ তারিখে 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানে পঞ্চম গান গীতা মিত্রের কণ্ঠে গীত। প্রচলিত সুরটি সুকুমার মিত্র মহাশয়ের মনগড়া। প্রকৃত সুর শিল্পীর নিকট হতে উদ্ধার করে স্বরলিপি প্রকাশিত। স্বরলিপি-১) নজরুল সৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ, ডি.এম, লাইব্রেরী। ২) সংগীত গবেষক নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা। স্বরলিপিকার- শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রাগ-রমলা (কবি সৃষ্ট রাগ)- ত্রিতাল (মুখোপাধ্যায় ২৫৬)।

উপসংহার: নজরুল রাগ সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করার জন্য। নজরুলের কল্পনা চিত্তে বাংলা গানের স্থানটি ছিল শীর্ষে। বাংলা সংগীতের কাব্যরস ও কাব্য সুষমার ভাবধারা সাযুজ্যে সুরের সামঞ্জস্য রক্ষায় নজরুলের রাগ সৃষ্টির পরিকল্পনাটি লীলায়িত ছিল। সেই সাথে ছিল বাংলা সংগীতের বাংলাত্ব ও বাঙ্গালিয়ানা বজায় রাখা। বাংলা গানের সুরধারায় লীলায়িত রাগের অর্ন্তনিহিত ভাবকে গলা টিপে হত্যা করার অভিপ্রায় নিয়ে নজরুল রাগ সৃষ্টি করেন নি। নজরুলের রাগ সৃষ্টির পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা গানের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে একটি নবধারার উন্মোচন করা। এই আদর্শের প্রতি লক্ষ রেখেই নজরুলের রাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে রাগ সৃষ্টি মানেই খেয়াল রচনা নয়। নজরুলের রাগ সৃষ্টির মূলে বিলম্বিত খেয়াল গায়কদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কোন প্রায়াস ছিল না। তাই ইচ্ছা করলে তার সৃষ্ট রাগের অনুষঙ্গে রচিত গানগুলিতে রাগ সংগীতের গায়কী ও অলংকারিক ক্রিয়াদি মিশিয়ে নজরুলের সংগীত পরিকল্পনাটিকে আরো উজ্বল করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ খেয়াল বা ধ্রুপদের রসে রসিয়ে তোলা চলে না। কারণ তিনি কেবল রাগ সৃষ্টি করেননি, রাগ গুলিকে বাংলা গানের সুরে সুরে বাণীবদ্ধও করেছেন। রাগ সৃষ্টিতে নজরুলের অসাধারণ মেধা ও মনন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ অনুসন্ধানী ও কৌতুহলী দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গিয়েছে, সেসব নতুন সৃষ্টি গুলি আরো সূক্ষ ও শাস্ত্র সম্মতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

আসাদুল হক, *নজরুল যখন বেতারে*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০৫/ মার্চ ১৯৯৯।

আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৮৪।

ইদ্‌রিস আলী, *নজরুল-সংগীতের সুর*, ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০৪/ জুন-১৯৯৭।

করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বর্তমান ও আরো*, ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১৪।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *সংগীত গবেষক নজরুল [প্রথম পর্ব]*, ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম মুদ্রণ, জৈষ্ঠ্য ১৪২১ বঙ্গাব্দ/ মে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *নজরুল: সঙ্গীত ও সাহিত্যকোষ*, প্রকাশক মুনীর বিন আব্দুল আযীয, ঢাকা: হরফ প্রকাশনী, ২৫ মে ২০১৭।

জগৎ ঘটক ও কাজী অনিরুদ্ধ (স্বরলিপিকার), *নবরাগ (নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি)*, ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৫।

জগৎ ঘটক (স্বরলিপিকার), *বেণুকা (নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি)*, ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭০।